FEB 15 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পটিয়ায় রক্তক্ষয়ী 'ত্রিমুখী' সংঘর্ষের নেপথ্যে

মাদ্রাসার কর্মকাণ্ড নিয়ে অতীত ক্ষোভ, মসজিদের মাইকিং পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে

চট্টগ্রাম অফিস : বিরোধপূর্ণ একটি জমির দখল নিয়ে গত বুধবার চট্টগ্রামের পটিয়াতে মাদ্রাসা ছাত্র, স্থানীয় জনতা ও পুলিশের ত্রিমুখী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ফরিদউদ্দিন নামে একজন নিহত ও অর্ধশতাধিক আহত হলেও পটিয়ার এই আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসার বিতর্কিত কর্মকাণ্ড নিয়ে এলাকাবাসীর ক্ষোভ দীর্ঘদিনের।

গত মঙ্গলবার দুপুরে পটিয়া ইউএনও অফিসে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় গণ্যমান্য প্রতিনিধি ও প্রশাসনের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে সবাই বিরোধ নিষ্পত্তিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু পৌনে ৪টার দিকে পটিয়া স্টেশন মসজিদ থেকে কে বা কারা প্রচার করে যে, যুবদল নেতা মজিদকে ওয়াহাবি মাদ্রাসার সমস্ত লোকজন অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। মাইকে এলাকাবাসীকে তা প্রতিরোধের জন্যও আহ্বান করা হয়। মূলত এরপর পরই দলে দলে উত্তেজিত জনতা মাদ্রাসা ঘেরাও করে মারমুখী হয়ে ওঠে। পাল্টা আঘাত হানা হয় মাদ্রাসার বহুতল বিশিষ্ট ভবন থেকে। ফলে পুরো পরিস্থিতি কারো নিয়ন্ত্রণেই থাকেনি আর ঘটনা তদন্তের জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম মোস্তফাকে আহ্বায়ক করে ১ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পটিয়া থানার ওসি মোঃ জিন্নাহ বন্দী হয়ে ২১ জন পরিচয়ধারীসহ আরো ৩/৪ হাজার জনতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। এর মধ্যে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ১১ জনের মধ্যে মোঃ মহিউদ্দিন নামে এক ডিগ্রি পরীক্ষার্থীসহ নিরীহ পথচারীও রয়েছে বলে জানা গেছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ফজরের নামাজের পরে এই মাদ্রাসার কিছু ছাত্র দা, কিরিচ নিয়ে বিরোধপূর্ণ জমিটি দখল করতে গেলে জমির মালিক পক্ষের ওয়ারিশরা বাধা দেয়। এ সময় মাদ্রাসা ছাত্ররা তাদের ওপর চড়াও হয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মারধর করেছে বলে স্থানীয় জনতার অভিযোগ। অনেক মহিলা মাদ্রাসার জঙ্গি ছাত্রদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ছোট বাচ্চাকে নিয়ে পুকুরের পানিতে পর্যন্ত নেমে গিয়েছিলেন।

গত ১১

● শেষ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

মাদ্রাসার কর্মকাণ্ড নিয়ে অতীত ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

ফেব্রুয়ারির হামলায় আহত হয়েছেন ৭৬ বছরের বৃদ্ধ আবদুর রহমান, মেহেরুন্নেছা, শফি চেয়ারম্যান, লাভলী, আনোয়ারাসহ আরো অনেকে। গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেলো, তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের কথা। তাদের অভিযোগ সেদিন সকালে যখন মাদ্রাসার সশস্ত্র ছাত্ররা বিতর্কিত জমিটি দখল নিতে যায় তখন তারা কনক্রিটের পিলার ও কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও দিয়ে দেয় ঐ জমিটি। এবং জায়গা দখলের সময় মাদ্রাসা ছাত্ররা নাকি এমনো বলেছে যে, আমরা পিলার দিছি সুন্নিদেরকে কবর দেওয়ার জন্য। কিন্তু এ ধরনের অভিযোগ ও মারামারি এবং সংঘর্ষের সঙ্গে নিজেদের সব ধরনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অস্বীকার করলেন এই বিশাল দুর্গসম মাদ্রাসার রেক্টর মোঃ হারুন ইসলামাবাদী ও মাদ্রাসার অন্য কর্মকর্তারা। তারা উল্টো অভিযোগ করেন যে, স্টেশন মসজিদ থেকে মাইকে প্রচার করা হয়, 'ওয়াহাবি কুত্তাদের বিরুদ্ধে সবাই এগিয়ে আসুন ওরা মজিদকে অপহরণ করে খুন করে ফেলেছে ইত্যাদি।' এই মাদ্রাসার স্টোরবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মোহাম্মদ রেজা গতকাল মাদ্রাসার রেক্টরের কক্ষে বসে দাবি করেন, তারা তাদের বরিদা জায়গা দখল নিতে গেছেন মাত্র। এ সময় ঐ মাদ্রাসারই এক সদস্য ৩টি ককটেলের কৌটা দেখিয়ে বলেন যে, এসব ককটেল তাদের প্রতি নিক্ষেপ করেছে উত্তেজিত এলাকাবাসী। কিন্তু তা সাংবাদিকদের দেখানোর জন্য রেজা তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, রাখো তোমার ককটেল, এগুলো তোমরাও তো রাখতে পারো। পরে এগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। রেক্টরসহ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ স্থানীয় সাবেক কমিশনার জানে আলম (কাঠব্যবসায়ী) ও নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকী (পটিয়া পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি) এই ঘটনার জন্য দায়ী। পুলিশ প্রশাসনসহ স্থানীয় জনসাধারণের সূত্রে জানা গেছে যে, মাদ্রাসার ওপর থেকেও মাদ্রাসার জঙ্গি ছাত্র-কর্মচারীরা পাথর ও গুলিবর্ষণ করেছে জনতাকে লক্ষ্য করে। উত্তেজিত জনতাও হামলার সময় গুলি, ককটেল ও বৃষ্টির মতো ইটপাথর নিক্ষেপ করেছে মাদ্রাসা লক্ষ্য করে।

কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন যে তারা কোনো ধরনে হামলা করেননি। নিজেদেরকে শান্তিপ্রিয় বলে দাবি করলেন তারা। তারা কোনো ধরনের হামলা...

[illegible]

ডা. হাসান জাহী বলেন, হাসপাতালে গতকাল ৪/৬ জনের মধ্যে গুলির ক্ষত নিয়ে ৩টি আহত ব্যক্তি এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন ছাত্র দা, কিরিচ নিয়ে হামলা করে। [illegible]